সংবাদ

তারিখ ... 16 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

উন্নত হচ্ছে গণশিক্ষা কার্যক্রম

● ঝরেপড়াদের ফিরিয়ে আনা ও বয়স্কদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ

আর. কে. রেজা

প্রাথমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা এবং প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষিত করতে উন্নত করা হচ্ছে গণশিক্ষা কার্যক্রম। গণশিক্ষার কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর' রূপান্তরিত হচ্ছে 'অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সংস্থায়'। এ সংস্থা সরকারি গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অর্থায়নের ব্যবস্থাও করবে। বেসরকারি বিভিন্ন গণশিক্ষা কার্যক্রমগুলোও এ সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত কাঠামোও প্রবর্তন করা হবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা বিষয়কে ভিত্তি করে নতুনভাবে শুরু হতে যাওয়া গণশিক্ষা কার্যক্রমে দুটি ধারা থাকবে। এর একটি হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। দেশের জনগণকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করার পাশাপাশি লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতম দক্ষ, মানবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত ও স্বাস্থ্য এবং পরিবেশসচেতন করে তোলাই হবে বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক সবাইকে সাক্ষর করে তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণে দেশের বড় একটি অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। অনেক শিশু শিক্ষা গ্রহণের জন্য

গণশিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

গণশিক্ষা : কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ে যাওয়ারই সুযোগ পায় না। আর যারা শিক্ষাগ্রহণ শুরু করে, নানা প্রতিকূলতার কারণে তাদের মধ্যেও ঝরেপড়ে অনেকেই। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশের ১৫ বছরের বেশি বয়সী লোকদের শতকরা ৫১ ভাগ লোক এখনও নিরক্ষর। ফলে দেশের বড় একটা অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। দেশের বৃহৎ একটি অংশকে এভাবে নিরক্ষর রেখে সামগ্রিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। এসব বিষয় বিবেচনায় এনেই গণশিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে না করতেই দেশের অনেক শিক্ষার্থী ঝরেপড়ে থাকে। এদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে আবার শিক্ষার মূলস্রোতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষর করার ব্যবস্থা করা হবে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান 'সংবাদ'কে জানান, এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশে শত ভাগ শিক্ষিতের হার নিশ্চিত করা। এজন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে। তবে এ কার্যক্রম চিরস্থায়ী হতে পারে না। প্রয়োজন অনুযায়ী যতদিন সময় লাগবে, ততদিন চলবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়, এমন উপকরণ দিয়েই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। এসব উপকরণের অনুমোদন দেবে গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক একটি টেকনিক্যাল কমিটি। এছাড়াও যথাযথ পাঠদান নিশ্চিত করতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে।

বয়স্ক শিক্ষার আওতায় সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। দেশের সব নারী-পুরুষের জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সীরা এ ব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মতো বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য থাকবে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশু পালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবে। অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখতে অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রামে পাঠ অনুশীলন চক্র এবং গ্রামশিক্ষা মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকেও নানাভাবে উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং গণমাধ্যমগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

নতুনভাবে শুরু হতে যাওয়া গণশিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের ঝরেপড়াদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরেও এ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী 'সংবাদ'কে বলেন, দেশে শতভাগ শিক্ষিতের হার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাধ্যমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার মতো পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরের ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদেরও মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দেন তিনি।